সংবাদ

0 031

তারিখ ... ৪।১।৮৫ ... ...
পৃষ্ঠা ... ... ৫ ... কলাম ... ১ ...

ফলে ভুল

পরীক্ষার ফল ভুলভাবে প্রকাশিত হওয়ার খেসারত দিতে হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ থেকে '৮২ সালে পাস করা একজন ছাত্রকে। প্রকাশিত ফল অনুযায়ী সে পেয়েছে তৃতীয় শ্রেণী। চ্যালেঞ্জ করা হলে পরীক্ষা কমিটি ফল ফের যাচাই করে নাকি দেখতে পেয়েছে যে, একটি টিউটোরিয়ালের নম্বর তাতে যোগ হয়নি। সেটি যোগ হলে সে দ্বিতীয় শ্রেণী পেতো। তৃতীয় শ্রেণী হওয়াতে এখন কোন ভাল চাকরি জুটছে না, তাকে বেকার থাকতে হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট বিভাগ ভুলের কথা স্বীকার করা সত্ত্বেও জটিলতা সৃষ্টি হবে এই কারণে নাকি কর্তৃপক্ষ ফল সংশোধন করে প্রকাশ করতে রাজী হচ্ছে না। এটা কোন যুক্তির কথা হলো? নিজের দোষ নয়, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষেরই ভুল এটা; তার খেসারত কি জীবনভর দিতে হবে সে ছাত্রটিকে? সংশ্লিষ্ট শিক্ষক নাকি ত্রুটির কথা স্বীকার করেছেন এবং পরীক্ষা কমিটিও সুপারিশ জানিয়েছেন ফল সংশোধনের। তবু কেন সে তার ন্যায্য স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত হবে? সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের স্বীকারোক্তির পর আর কোন রেকর্ডেরই বা প্রয়োজন কি থাকে?

একটি বিশেষ ক্ষেত্র বলে নয়, সাধারণভাবেই বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বোঝার রয়েছে। ভুল যে এধরনের একটাই হয়েছে এমনটা ভাবার কারণ নেই। চ্যালেঞ্জ হয়েছে বলে এটি প্রকাশ পেয়েছে। এমন আরো কত যে বিনা চ্যালেঞ্জে চলে যাচ্ছে, তা কেইবা জানে। কিছুদিন আগে দ'টি বোর্ডের ক্ষেত্রে যে দু'টি মারাত্মক ভুল ধরা পড়েছে তা দেখে তো তাজ্জব বনতে হয়েছে। রাজশাহী বোর্ডের এবারের এইচ, এস, সি পরীক্ষায় যে ছাত্রটি প্রথম হয়েছে মেধা তালিকা থেকে তার নামটিই বাদ পড়েছিল। সেখানে স্থান পেয়েছিল অন্য একজন ছাত্রের নাম, যে কিনা আদৌ পাস করেনি। যশোর বোর্ডের এইচ,এস,সি পরীক্ষায় পঞ্চম স্থান অধিকারীর বেলায়ও দেখা গেছে এমন ধরনের ভুল। চ্যালেঞ্জ হওয়ার পর তা সংশোধন হয়েছে। মাঝখানে এই মেধাবী ছাত্র দু'জনের কিছু সময় কেটেছে দারুণ উদ্বেগের মধ্যে। মেধা তালিকায় স্থান পাওয়ার যোগ্য ছাত্রদের বেলায়ই যদি এমনটা ঘটতে পারে তবে একজন সাধারণ ছাত্রের ভরসা কি থাকছে? প্রশ্ন তাই সামগ্রিকভাবেই আসে। পরীক্ষার ফল নির্ধারণের ক্ষেত্রে একজন পরীক্ষার্থীর ব্যক্তি পর্যায়ে সঠিক হিসেবনিকেশের কতটা নিশ্চিত ব্যবস্থা রয়েছে এমন প্রশ্নের মুখে সাধারণের মনকে সংশয়মুক্ত করার জন্যে সামগ্রিক ব্যবস্থা খতিয়ে দেখার প্রয়োজন রয়েছে।

পরীক্ষার ফলের ওপর একজন ছাত্রের ভবিষ্যৎ জীবন নির্ভর করছে। সে ক্ষেত্রে একটি ভুল ক্ষেত্রবিশেষে করুণ পরিণতি ডেকে আনতে দেখা গেছে। একটি মানুষের জীবনে সাধারণভাবেই এর প্রতিক্রিয়া কি কম? শ্রেণীর হেরফেরের কারণে একটি মানুষের জীবনের অনেক সম্ভাবনাই চিরতরে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এ ব্যাপারে আমরা তাই একটু বেশী সতর্ক থাকতে বলবো। সংশ্লিষ্ট লোকদেরকে যেমন বিষয়টির গুরুত্ব স্মরণ রেখে বেশী করে দায়িত্বসচেতনতার পরিচয় রাখতে হবে, তেমনি অবহেলার ক্ষেত্রটিও উপেক্ষা পেলে চলবে না। পরীক্ষার মধ্য দিয়ে প্রকৃত মেধা যাচাইয়ের ব্যবস্থা যেমন চাই, তেমনি ফলের মধ্যে এর সঠিক প্রতিফলন যাতে ঘটতে পারে তার নিশ্চিত ব্যবস্থা থাকতে হবে। এর ব্যতিক্রম ব্যক্তি বিশেষের জন্যেই নয় সাধারণভাবেই বিরূপ প্রভাব ফেলতে বাধ্য। এই দায়িত্ববোধ থেকেই ত্রুটি সংশোধনেরও প্রস্তুতি থাকা দরকার। ত্রুটি ধরা পড়লে তা সংশোধনের ব্যবস্থা থাকবে না কেন? ভুল ধরা পড়ার সাথে সাথে শোধরানোর প্রক্রিয়া তো সেই সাথে শুরু হওয়া উচিত। এ জন্যে বছর বছর ধরে আবেদন-নিবেদন তদ্বির-তাগাদারই বা প্রয়োজনই হবে কেন?